গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
বেপজা কমপ্লেক্স
বাড়ি # ১৯/ডি, রোড # ৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

সূত্রঃ ০৩.০৬.২৬১৬.৩১৯.১৮.০০০.২১- ৪৬৬
তারিখঃ ১৩ এপ্রিল ২০২১

সার্কুলার

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু, নবায়ন ও বাতিলকরনসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম আরো যুগোপযোগী, বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে 'বেপজা ওয়ার্ক পারমিট নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি-২০২১' বেপজা নির্বাহী বোর্ডের ২২৬/২০২১(০২) তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২। বর্ণিতাবস্থায়, অনুমোদিত নীতিমালাটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

৩। কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে এ সার্কুলার জারি করা হলো।

13.04.2021

(মোঃ খুরশিদ আলম)
মহাব্যবস্থাপক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস)
☎ ৮৮-০২-৯৫৫৬৬১৭

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

মহাব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম/ ঢাকা/ মংলা/কুমিল্লা/উত্তরা/ ঈশ্বরদী/আদমজী/কর্ণফুলী ইপিজেড

অনুলিপিঃ

১. মহাব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা/বিউ/নিরীক্ষা/এমআইএস), বেপজা, ঢাকা।
২. একান্ত সচিবের মাধ্যমে নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়, বেপজা, ঢাকা।
৩. সমন্বয় কর্মকর্তা সদস্য (প্রকৌশল/বিউ/অর্থ), বেপজা, ঢাকা।
৪. সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তার মাধ্যমে সচিব, বেপজা, ঢাকা।

পিএবিএক্স: ৮৮-০২-৯৬১৩৪৫৯, ৯৬১৩৪৬৭, ৯৬১৩৪৬২, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৬৭৩০২০, ৯৬৩৫৩১৪, ৯৬৬৫৫৪৫, ই-মেইল: info@bepza.gov.bd, ওয়েব: www.bepza.gov.bd

"বিনিয়োগ অগ্রাধিকার"

DGM (ES & IR)
Manager (ES)
Deputy Mgr(ES) 1-2-3
Assistant Mgr(ES) 1-2-3
ACO to GM (ES)

BM-226-28

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ
বেপজা কমপ্লেক্স
বাড়ি নং-১৯/ডি, রোড নং-৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
(www.bepza.gov.bd)

Member(IP)
Secretary
GM(IP)
GM (ES)
GM (PR)
GM (MIS)
CO
D.No. & Date

নং ০৩.০৬.২৬১৬.৩০৭.০৬.০৫৪.২০- ৭৫৪

তারিখ: ০৮ এপ্রিল ২০২১
২৬ চৈত্র ১৪২৭

বিষয়: নির্বাহী বোর্ডের ২২৬/২০২১ (০২) নম্বর সভার সিদ্ধান্ত ১৫.৬ বাস্তবায়ন

বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত নির্বাহী বোর্ডের ২২৬/২০২১(০২) নম্বর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে:

সিদ্ধান্ত ১৫.৬:

১৫.৬.১ বেপজার অধীন ইপিজেড এবং বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট জারি এবং নবায়ন কার্যক্রম আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া **'বেপজা ওয়ার্ক পারমিট নীতিমালা/ কর্মপদ্ধতি ২০২১'** অনুমোদিত হলো;

১৫.৬.২ সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

২। বর্ণিতাবস্থায়, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হলো।

০৮/০৪/২১
মোহাম্মদ ফারুক আলম
সদস্য (প্রকৌশল) ও সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ৯৬৭৫৪১০
E-mail : member_engg@bepza.org

প্রাপক:
সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন)
বেপজা, ঢাকা

অনুলিপি:

(১) সদস্য (প্রকৌশল/অর্থ), বেপজা, ঢাকা
(২) একান্ত সচিব এর মাধ্যমে নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা, ঢাকা
(৩) নথি/মহানথি

বেপজা ওয়ার্ক পারমিট নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি- ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)
বাড়ী নং- ১৯/ডি, রোড নং- ৬, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫।

বেপজা ওয়ার্ক পারমিট নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি- ২০২১

Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980 (XXXVI of 1980) এর 7(j) এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) নিম্নবর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করিল; যথা:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।- (১) এই নীতিমালা "বেপজা ওয়ার্ক পারমিট নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি- ২০২১" নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই নীতিমালা বেপজার অধীন সকল জোনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়-

(১) "আইন'' অর্থ Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980 (XXXVI of 1980;

(২) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ ভিসা নীতিমালায় বর্ণিত ভিসা প্রদানকারি কর্তৃপক্ষ;

(৩) "এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস" অর্থ বেপজা নির্বাহী দপ্তরের বিনিয়োগ উন্নয়ন বিভাগের এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস শাখা;

(৪) "ওয়ার্ক পারমিট" অর্থ কর্তৃপক্ষের জারিকৃত ওয়ার্ক পারমিট;

(৫) "কর্তৃপক্ষ'' অর্থ Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980 (XXXVI of 1980) এর section 2 অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ;

(৬) "জোন" অর্থ কর্তৃপক্ষের অধীন প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো ইপিজেড বা এলাকা বা প্রকল্প বা অর্থনৈতিক অঞ্চল বা অনুরূপ বিশেষায়িত অঞ্চল;

(৭) "নির্ধারিত" কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত;

(৮) "নিরাপত্তা ছাড়পত্র" অর্থ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ওয়ার্ক পারমিটধারীর অনকূলে প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র বা ছাড়পত্র;

(৯) ''নির্বাহী চেয়ারম্যান'' অর্থ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান;

(১০) "ফি" অর্থ ওয়ার্ক পারমিটের জন্য প্রদেয় নির্ধারিত অর্থ;

(১১) "বিনিয়োগকারি" অর্থ কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যিনি বা যাহারা কোন জোনে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেন বা প্রত্যাশিত বিদেশি বিনিয়োগকারি;

(১২) "বিজ্ঞাপন" অর্থ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগের উদ্দেশ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি;

(১৩) "বেপজা" অর্থ বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ;

(১৪) "ভিসা" অর্থ ভিসা নীতিমালায় বর্ণিত ভিসা;

(১৫) "ভিসা নীতিমালা" সরকারের বিদ্যমান ভিসা নীতিমালা;

(১৬) "মহাব্যবস্থাপক" অর্থ কর্তৃপক্ষের মহাব্যবস্থাপক পদে নিযুক্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(১৭) ''শিল্প প্রতিষ্ঠান'' বা ''প্রতিষ্ঠান'' অর্থ কোনো দ্রব্য বা পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদন বা সেবা প্রদান করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত জোনে স্থাপিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা;

(১৮) "সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন)" কর্তৃপক্ষের সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) পদে নিযুক্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারের কোনো কর্মকর্তা;

(১৯) "সরকার" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বুঝাইবে;

(২০) "সুপারিশপত্র" অর্থ কর্তৃপক্ষের জারিকৃত সুপারিশপত্র;

(২১) "স্ট্যান্ডিং কমিটি" অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭ এ বর্ণিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় স্ট্যান্ডিং কমিটি;

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাধারণ বিধান ও নির্দেশনাবলী

৩। ভিসা, সুপারিশপত্র, বাংলাদেশে অবস্থান ইত্যাদি।- (১) বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক রহিয়াছে এমন দেশের নাগরিকদের অনুকূলে ভিসা নীতিমালা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ভিসার জন্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশপত্র ইস্যু করা যাইবে:

ভিসার ধরণ	আগমণ/ভ্রমণ এর উদ্দেশ্য	শর্তাবলী
B-ভিসা	ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে	বাংলাদেশে আগমনের পরে কোনভাবেই কোন বৈতনিক বা অবৈতনিক কাজে নিয়োজিত হইতে পারিবেনা এবং ভিসার নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এই ভিসার আওতায় বহুভ্রমণ সুবিধা প্রদান নিরুৎসাহিত হইবে। এই ভিসার আওতায় মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হইবে না।
PI-ভিসা	বিনিয়োগ/ স্থাপিত ব্যবসা/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা	বিনিয়োগকারি হিসাবে বাংলাদেশে অবস্থান করিয়া কাজ করিলে ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে।
FPI -ভিসা	PI-শ্রেণীতে আগতদের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য	কোনভাবেই কোন বৈতনিক বা অবৈতনিক কাজে নিয়োজিত হইতে পারিবেনা।
E-ভিসা	চাকরি/নিয়োগ	বাংলাদেশে আগমনের ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ শ্রেণীর ভিসা এবং Arrival Stamp সহ ওয়ার্ক পারমিট এর আবেদন করিতে হইবে।
FE-ভিসা	E-শ্রেণীতে আগতদের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য	কোনভাবেই কোন বৈতনিক বা অবৈতনিক কাজে নিয়োজিত হইতে পারিবেনা।
EI-ভিসা	যন্ত্রপাতি ও সফট্ওয়্যার সরবরাহ/ স্থাপন/ রক্ষণাবেক্ষণ/ দেশিয়/স্থানীয় শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ/ তত্ত্বাবধান/ প্রকল্প পরিদর্শন ইত্যাদি	এই ভিসার আওতায় মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হইবে না। নির্দিষ্ট মেয়াদের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করিতে চাহিলে অবশ্যই ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নতুন করিয়া "E" শ্রেণীর ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করিতে হইবে।

(২) যেসব দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস নাই কেবল সেসব দেশ হইতে আগমনের ক্ষেত্রে "On Arrival Visa" ও "Landing Permit" প্রযোজ্য হইবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারির আবেদনের প্রেক্ষিতে অন্যান্য সকল শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে বেপজা কর্তৃক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রয়োজনীয় ভিসা প্রদানের জন্য সুপারিশপত্র ইস্যু করবে।

(৩) ভিসা নীতিমালা অনুযায়ী No Visa Required (NVR) সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কোন বিনিয়োগকারির অনুকূলে প্রযোজ্য সকল শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে NVR এর জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশপত্র ইস্যু করা যাইবে।

(৪) বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও সুযোগ-সুবিধা প্রত্যক্ষ করিবার লক্ষ্যে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য কোন বিদেশি বিনিয়োগকারি/উদ্যোক্তা বা তাহাদের প্রতিনিধি স্বল্প সময়ের জন্য 'Business' শ্রেণীর ভিসা গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে আগমন করিতে পারিবে এবং এ ভিসার আওতায় বহুভ্রমন নিরুৎসাহ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে আগত বিদেশি নাগরিক কোনভাবেই কোন কাজে নিয়োজিত হইতে পারিবেন না। উহার কোন ব্যত্যয় হইলে আনয়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান উহার দায়ভার গ্রহণ করিবে।

(৫) বিদেশি নাগরিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট বাংলাদেশি ও বিদেশি নাগরিকের অনুপাতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে "E-Visa" এর সুপারিশপত্র প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিনিয়োগকারিগণের নিয়োগ এই অনুপাতের আওতায় পড়িবে না;

আরোও শর্ত থাকে যে, নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বাস্তবতার নিরিখে সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপকের সুপারিশের ভিত্তিতে "E-Visa" এর সুপারিশপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি নিয়োগের অনুপাত শিথিলযোগ্য হইবে।

(৬) সুপারিশপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত ভিসা সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা, আদেশ-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে।

(৭) বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে সুপারিশপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

(৮) শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুপারিশপত্র ও ওয়ার্ক পারমিট সংক্রান্ত সকল ধরনের আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট জোনের মাধ্যমে নির্বাহী দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে। কোন বিদেশি নাগরিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সরাসরি আবেদন করিলে তা বিবেচনা করা হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ ক্ষেত্র বিশেষে এই শর্তের প্রয়োগ হইতে কাউকে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

৪। বিদেশি নাগরিক নিয়োগের সাধারণ শর্তাবলি।– (১) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদেশি নাগরিক নিয়োগের ক্ষেত্রে দেশি ও বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মী নিয়োগের অনুপাত ১০০:৫ নিশ্চিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত অনুপাত শিথিল করিতে পারিবে।

(২) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগতব্য পদে যোগ্য বা উপযুক্ত দেশিয়/স্থানীয় জনবল পাওয়া যায় কি-না তাহা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ০২ (দুই) টি জাতীয় পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী) নিয়োগতব্য পদের নাম (সংখ্যা সহ), শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সুস্পষ্ঠভাবে উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত সাইজ ও মাপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) শুধু কারিগরি পদে যেখানে যোগ্য দেশিয় কর্মীর অপ্রাপ্যতা রয়েছে সেই পদে বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মী নিয়োগ করা যাইবে। প্রশাসনিক, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় ও পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ক ব্যবস্থাপকীয় পদসমূহ দেশিয়/স্থানীয় কর্মীদের জন্য বিবেচিত হইবে। এই সংক্রান্ত শীর্ষ পদে বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মী নিয়োগ দেয়া যাইতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে দেশিয়/স্থানীয় কর্মীর প্রাপ্যতা যাচাইপূর্বক নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যতীত বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট প্রদান নিরুৎসাহিত হইবে।

(৫) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য উচ্চ প্রযুক্তি প্রয়োজন এবং বাংলাদেশে সহজলভ্য নয়, কেবল সেই সকল ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকদের নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

(৬) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন বিদেশি নাগরিক নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে অথবা বিনিয়োগকারি হিসাবে বাংলাদেশে নিয়মিত অবস্থান করিয়া কাজ করিলে তাহাকে অবশ্যই ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) দেশের বিদ্যমান ভিসা নীতিমালা অনুযায়ী কেবল E এবং PI ভিসায় আগত বিদেশি নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করা হইবে।

(৮) E1 ভিসায় আগত কোন বিদেশিকে ভিসার নির্দিষ্ট মেয়াদের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করিতে হইলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নতুন করিয়া E- শ্রেণীর ভিসা নিয়ে বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিটের আবেদনের পূর্বে বেপজার সুপারিশের আলোকে E-Visa গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) বিদেশি বিনিয়োগকারির (PI ভিসাধারীদের) অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দেশি ও বিদেশি নিয়োগের অনুপাত উহার আওতায় পড়িবেনা।

(১১) বেপজার সুপারিশপত্র গ্রহণপূর্বক ''আগমনী ভিসা (Visa On Arrival)'' নিয়ে আগত কোন বিদেশি নাগরিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে সরকারের এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য সকল শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করা হইবে।

(১২) কোন প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ক পারমিট এর মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি করিতে হইলে পূর্বের প্রতিষ্ঠান হইতে বিধি মোতাবেক ওয়ার্ক পারমিট বাতিল ও ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক নতুনভাবে E-ভিসা গ্রহণের সুপারিশের জন্য আবেদন

করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিককে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নতুন করিয়া E- শ্রেণীর ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করিতে হইবে।

(১৩) 'Business' শ্রেণীর ভিসা গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে আগত কোন বিদেশি দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে অবস্থান করিলে অথবা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাংলাদেশে কাজ করিলে তাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী নতুন করিয়া E- শ্রেণীর ভিসা গ্রহণপূর্বক ওয়ার্ক পারমিট নিতে হইবে।

(১৪) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশি নাগরিকের বাংলাদেশে আগমনের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক বরাবর প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ নিয়োগকৃত বিদেশি নাগরিকের ওয়ার্ক পারমিটের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(১৫) মেয়াদ উত্তীর্ণ ওয়ার্ক পারমিট বাতিল না করিলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদেশি নিয়োগের প্রাপ্যতা থাকলেও নতুন করিয়া কোন E-ভিসার সুপারিশপত্র তথা ওয়ার্ক পারমিট জারি করা হইবে না।

(১৬) ওয়ার্ক পারমিট এর আবেদন পত্র দাখিলের সময় বিদেশি কারিগরি বিশেষজ্ঞ দ্বারা ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে দেশিয়/স্থানীয় জনবল প্রশিক্ষিত করিবার বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দাখিল করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ভিসার আবেদন, সুপারিশপত্র ইত্যাদি

৫। সুপারিশপত্রের জন্য আবেদন ইত্যাদি।- (১) বেপজার সুপারিশপত্র ব্যতিত কোন বিদেশি নাগরিক কোন জোনের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন ধরণের কাজে সংশ্লিষ্ট হইতে পারিবেন না।

(২) নির্দিষ্ট ভিসা ক্যাটাগরিতে সুপারিশপত্র প্রাপ্তির জন্য নিম্নলিখিত দলিলাদি/কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে:

(ক) B-ভিসার সুপারিশপত্র-

১) সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিকের আগমনের কারণ এবং সময় উল্লেখপূর্বক আবেদন;

২) পাসপোর্টের ১ম দুই পৃষ্ঠার কপি (পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে এক বছর সম্পন্ন);

৩) ভিসার নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে দেশে ফেরত যাইতে হইবে এবং বাংলাদেশে অবস্থানকালীন কোন বৈতনিক/অবৈতনিক চাকরি করিবে না এবং অন্য কোন অনৈতিক ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত হইবে না মর্মে নির্ধারিত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা আনয়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঙ্গীকারনামা দাখিল।

(খ) PI -ভিসার সুপারিশপত্র-

১) বিনিয়োগকারির কত সময়ের ভিসা প্রয়োজন তা উল্লেখপূর্বক আবেদন;

২) বিনিয়োগকারি হিসেবে প্রমাণ স্বরূপ দলিলাদি (Memorandum of Article, Form-XII ইত্যাদি);

৩) পাসপোর্টের কপি (পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে ০৬ (ছয়) মাস সম্পন্ন)।

(গ) E- ভিসার সুপারিশপত্র-

১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে দেশি ও বিদেশি লোকবল নিয়োগের অনুপাত, বর্তমানে কর্মরত বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মীর তালিকা ও সংশ্লিষ্ট পদে বাংলাদেশির স্থলে বিদেশি নাগরিক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক আবেদন (যে সকল পদে যোগ্য বা উপযুক্ত দেশিয়/স্থানীয় জনবল লভ্য, সে সকল পদে বিদেশি নাগরিক নিয়োগ করা যাইবে না);

২) ০২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী) প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মূল কপি:

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে পদের নাম (সংখ্যা সহ), শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং বিজ্ঞপ্তির সাইজ ন্যূনতম ৬"X৩ কলাম হইতে হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির সাইজ আরো বড় হইতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত উহা বৈধ থাকিবে। ০৬ (ছয়) মাস পর নতুন করিয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

৩) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যোগ্যতার সনদপত্র সমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নোটারি পাবলিক কর্তৃক প্রত্যায়িত ইংরেজি অনুবাদসহ);

৪) পদ, মূল বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি আর্থিক মানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক নিয়োগপত্র (পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ন্যূনতম ১০ দিন পরে ইস্যুকৃত);

৫) কমপক্ষে ০১ (এক) বছর মেয়াদ সম্পন্ন পাসপোর্টের ১ম দুই পৃষ্ঠার কপি;

৬) জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি/ জন্ম নিবন্ধনের কপি

৭) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পদে চাকরি প্রত্যাশী আবেদনকারীদের (বাংলাদেশি ও বিদেশি) নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ তালিকা ও সাক্ষাৎকারে উপস্থিতির স্বাক্ষর সম্বলিত হাজিরা প্রতিবেদন।

৮) সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মী ইতিপূর্বে বাংলাদেশে/ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে আগমন করিয়া থাকিলে সে সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি।

(ঘ) E1-ভিসার সুপারিশপত্র-

১) সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিকের আগমনের কারণ এবং কতদিন অবস্থান করিবে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক আবেদন;

২) সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিকের প্রযুক্তিগত দক্ষতা/অভিজ্ঞতার প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় দলিলাদি;

৩) পাসপোর্টের ১ম দুই পৃষ্ঠার কপি (পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে এক বছর সম্পন্ন);

৪) ভিসার নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে দেশে ফেরত যাইতে হইবে এবং বাংলাদেশে অবস্থানকালীন কোন বৈতনিক/অবৈতনিক চাকরি করিবে না এবং অন্য কোন অনৈতিক ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত হইবে না মর্মে নির্ধারিত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঙ্গীকারনামা দাখিল।

(ঙ) FPI-ভিসার সুপারিশপত্র-

১) বিনিয়োগকারির Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যের (বাবা, মা, পুত্র, কন্যা) আগমনের কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন;

২) নিয়োগপ্রাপ্ত বিনিয়োগকারির Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য (বাবা, মা, পুত্র, কন্যা) এর প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিলাদি;

৩) পাসপোর্টের ১ম দুই পৃষ্ঠার কপি (পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে এক বছর সম্পন্ন);

৪) বাংলাদেশে বৈতনিক/অবৈতনিক চাকরি করিবে না এবং অন্য কোন অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হইবে না মর্মে নির্ধারিত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঙ্গীকারনামা দাখিল।

(চ) FE-ভিসার সুপারিশপত্র-

১) শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশি নাগরিকের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য (বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা) আগমনের কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন;

২) বিদেশি নাগরিকের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য (বাবা, মা, পুত্র, কন্যা) এর প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিলাদি,

৩) পাসপোর্টের ১ম দুই পৃষ্ঠার কপি (পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে এক বছর সম্পন্ন);

৪) বাংলাদেশে বৈতনিক/অবৈতনিক চাকরি করিবে না এবং অন্য কোন অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হইবে না মর্মে নির্ধারিত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কতৃক অঙ্গীকারনামা দাখিল।

চতুর্থ অধ্যায়
ওয়ার্ক পারমিট, স্ট্যান্ডিং কমিটি, ফি ও বেতন কাঠামো ইত্যাদি

৬। ওয়ার্ক পারমিট, মেয়াদ ইত্যাদি।— (১) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মী নিয়োগ করিলে অথবা বিনিয়োগকারী হিসাবে বাংলাদেশে অবস্থান করে কাজ করিলে অবশ্যই উক্ত প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগকৃত বিদেশি নাগরিকের/বিনিয়োগকারীর অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) নিরাপত্তা ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে কোন ওয়ার্ক পারমিটধারী বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মী কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে পারিবেন।

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানের E-ভিসাধারী বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে প্রাথমিকভাবে ০১ (এক) বছরের জন্য ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করা হইবে। নিরাপত্তা ছাড়পত্র এবং চাকরিক্ষেত্রে সন্তোষজনক Performance বিবেচনায় পরবর্তীতে ১ (এক) বছর হইতে সর্বোচ্চ ০৪ (চার) বছরের জন্য ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন করা যাইতে পারে।

(৪) PI-ভিসাধারীদের অনুকূলে সকল শর্তপূরণ সাপেক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করা যাইতে পারে। পরবর্তীতে ওয়ার্ক পারমিট এর প্রযোজ্য সকল শর্তাবলী পূরণ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিরাপত্তা ছাড়পত্র সাপেক্ষে ওয়ার্ক পারমিট এর মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৫) নির্ধারিত মেয়াদ শেষে ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন করা না হইলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওয়ার্ক পারমিট অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মী আয়কর প্রদান না করিয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করিলে সেক্ষেত্রে আয়কর পরিশোধ ও ওয়ার্ক পারমিট বাতিল সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাইবে।

(৭) শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জোনের মাধ্যমে ওয়ার্ক পারমিটের সকল ধরনের আবেদনপত্র নির্বাহী দপ্তরে প্রেরণ করিবে। ওয়ার্ক পারমিট এবং ওয়ার্ক পারমিট সংক্রান্ত কোন আবেদন কোন ওয়ার্ক পারমিটধারী/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাহী দপ্তরে প্রেরণ করিলে তা সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফেরত পাঠানো হইবে।

৭। ওয়ার্ক পারমিট স্ট্যান্ডিং কমিটি।—(১) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ, নবায়ন ইত্যাদির জন্য সরকার কর্তৃক ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ তারিখের RASH/II-5/EPZ-36/83-104 নং নোটিফিকেশন এর আলোকে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি থাকিবে:

(১) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা, ঢাকা	- সভাপতি
(২) সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন), বেপজা, ঢাকা	- সদস্য
(৩) মহাব্যবস্থাপক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস)	- সদস্য সচিব
(৪) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(৫) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য

৮। ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু, নবায়ন ও অন্যান্য ফি ইত্যাদি।—(১) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ এবং নবায়নের জন্য প্রদেয় ফি ও ভ্যাট:

ক্রম	বিষয়	ফি এর পরিমাণ (টাকায়)
১.	ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু	প্রতি বছরের জন্য নগদ ৪,০০০.০০ (চার হাজার) টাকা ও প্রযোজ্য ভ্যাট।
২.	ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন	প্রতি বছরের জন্য নগদ ৪,০০০.০০ (চার হাজার) টাকা ও প্রযোজ্য ভ্যাট।
৩.	ডুপ্লিকেট ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু	নগদ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা ও প্রযোজ্য ভ্যাট
৪.	ক্ষেত্র বিশেষে ওয়ার্ক পারমিটে প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন এবং এতদ্সংক্রান্ত বিবিধ সেবা প্রদান	নগদ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা ও প্রযোজ্য ভ্যাট
ফি সময় সময় পুনঃনির্ধারণ/পরিবর্তনযোগ্য		

(২) জারিকৃত ওয়ার্ক পারমিট ০৪ (চার) বছরের বা কম সময়ের জন্য নবায়নের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে ওয়ার্ক পারমিটের ফি প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ ০১ (এক) বছরের জন্য নবায়ন ফি (৪,০০০ X ১)= ৪,০০০.০০ (চার হাজার) টাকা+ প্রযোজ্য ভ্যাট; ০২ (দুই) বছরের জন্য নবায়ন ফি (৪,০০০ X২)= ৮,০০০.০০ (আট হাজার) টাকা + প্রযোজ্য ভ্যাট; ০৩ (তিন) বছরের জন্য নবায়ন ফি (৪,০০০X৩)=১২,০০০.০০ (বারো হাজার) টাকা + প্রযোজ্য ভ্যাট; ০৪ (চার) বছরের জন্য নবায়ন ফি (৪,০০০ X ৪)=১৬,০০০.০০ (ষোলো হাজার) টাকা + প্রযোজ্য ভ্যাট।

৯। বেতন কাঠামো ইত্যাদি।— (১) একজন বিদেশি নাগরিকের সমূদয় প্রকৃত আয়, বেতন, ভাতা ও আর্থিক সুবিধাদি ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন ফরমে উল্লেখ করিতে হইবে। আবেদন ফরমে উল্লেখ ব্যতিত কোন প্রকার বেতন, ভাতাদি, সুবিধাদি বাংলাদেশের বাইরে দেওয়া যাইবে না। উহার ব্যত্যয় করিলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বিদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে যেকোন প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) নিয়োগকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ওয়ার্ক পারমিটধারী বিদেশি নাগরিকের ব্যাংক একাউন্ট খুলিতে হইবে এবং এতদসংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট জোনকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) নিয়োগকৃত বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মীর বেতন-ভাতাদি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) নিয়োগকৃত বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মীর আয়ের অংশ স্বদেশে রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের এতদসংশ্লিষ্ট Guidelines প্রযোজ্য হইবে।

(৫) ওয়ার্ক পারমিটের আবেদনপত্রে পদবী অনুযায়ী ন্যূনতম মূল বেতনসহ ন্যূনতম অন্যান্য ০৩ (তিন) টি খাত (বাড়িভাড়া, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি) মার্কিন ডলারে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) স্ট্যান্ডিং কমিটির ২৩ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩০২/২০১৯(৫) তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদেশি নাগরিকদের নূন্যতম বেতন কাঠামো নিম্নরূপে নিধারণ করা হইল:

Sl.	Employment Category of Foreign Nationals.	Minimum Basic Salary as per Nationality of Foreign Employees		
		Group-A	Group-B	Group-C
		SAARC/ Vietnam/ Philippines/ Indonesia & 3rd world countries	S. Korea/ Hong Kong/ China/ Thailand/ S. Africa/ Malaysia & Other similar countries with the same economic condition.	EU/ USA/ UK/ Australia/ Japan/ Singapore/ UAE & other developed countries.
1.	Technician & other	$ 1200	$ 1400	$ 1500
2.	Sr. Tech/ Supervisor/ QC	$ 1400	$ 1500	$ 1600
3.	Jr. Merchandiser/ Asst. Manager	$ 1500	$ 1600	$ 1700
4.	Merchandiser/ Dy. Manager	$ 1600	$ 1700	$1800
5.	Consultant/ Sr. Merchandiser/Manager/Sr. Manager/AGM	$ 1700	$ 1800	$ 1900
6.	DGM/ GM, Head of Operation, COO	$ 2000	$ 2200	$2300
7.	Director/Advisor/CFO/ Ex. Director	$ 2300	$2400	$2500
8.	CEO/MD/ Chairman/President	$ 2500	$2800	$3000
যা সময় সময় পুনঃ নির্ধারন/পরিবর্তনযোগ্য।				

১০। ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন।- (১) শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক এর নিকট আবেদন করিতে হইবে। ফরমের প্রতিটি ঘর স্পষ্টভাবে টাইপ করিয়া দিতে হইবে। অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবেনা।

(২) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিলাদিসহ পুর্নাঙ্গ ০৭ (সাত) সেট আবেদনপত্র জমা দিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রের সংগে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট জোনে নগদে ফি ও প্রযোজ্য ভ্যাট জমার মূল রশিদ;

(খ) আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি:

তবে শর্ত থাকে যে, ছবির সাইজ ৪৫ মিমি X ৩৫মিমি ও ৬০০ ডিপিআই রেজুলেশন, হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ম্যাট পেপারে প্রিন্ট হইতে হইবে। এছাড়া সানগ্লাস, টুপি, ক্যাপ ও মুখমন্ডল আবৃত করিয়া হিজাব ব্যবহার করা ছবি দেওয়া যাইবে না;

(গ) পদের নাম, মেয়াদ, মূল বেতন, মোট বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির বিবরণসহ নিয়োগপত্রের কপি;

(ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (ইংরেজিতে)

(ঙ) পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (ইংরেজিতে);

(চ) পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কপি।

(৪) বিদেশি বিনিয়োগকারি (PI ভিসাধারী) এর ওয়ার্ক পারমিটের আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে:

(ক) বিনিয়োগকারি হিসেবে প্রমাণস্বরূপ দলিলাদি (Memorandum of Article, Form-XII ইত্যাদি);

(খ) পাসপোর্টের কপি (কমপক্ষে ০১ (এক) বছর মেয়াদ সম্পন্ন পাসপোর্টের কপি)।

(৫) প্রত্যেক ওয়ার্ক পারমিটধারীকে নিয়মিতভাবে বার্ষিক আয়কর প্রদান করিতে হইবে এবং হালনাগাদ আয়কর প্রদানের সনদের কপি সংশ্লিষ্ট জোন অফিসে নিয়মিত দাখিল করিতে হইবে।

১১। নবায়নের আবেদন।— (১) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিদেশি নাগরিকের ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনতম ০৩ (তিন) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সংগে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে:

(ক) মূল ওয়ার্ক পারমিট;

(খ) সংশ্লিষ্ট জোনে নগদে ফি ও প্রযোজ্য ভ্যাট জমাদানের মূল রশিদ;

(গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনাপত্তি/নিরাপত্তা ছাড়পত্র;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র সহ বিগত বছরের ব্যাংকের প্রতিবেদন (Bank Statement);

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিকের বিগত বছরের আয়কর প্রদানের আয়কর পরিশোধের সনদপত্র;

(চ) ন্যূনতম ০৩ (তিন) মাসের ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি (পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে ০১ বছর থাকিতে হইবে);

(ছ) ০১ (এক) কপি সম্প্রতি তোলা রঙ্গিন ছবি:

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদকালীন যদি ওয়ার্ক পারমিটধারীর মুখমন্ডলের অবয়বের কোন পরিবর্তন হয় তাহা হইলে অবশ্যই ছবি পরিবর্তনের জন্য মূল ওয়ার্ক পারমিটসহ আবেদন করিতে হইবে;

(জ) বিদেশি নাগরিক কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী ও কর্মকালে কি অবদান রেখেছে তার বিবরণ;

(ঝ) বিদেশি নাগরিক কর্তৃক বিগত মেয়াদে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত দেশিয়/স্থানীয় জনবলের তালিকা।

(৩) নবায়নকৃত ওয়ার্ক পারমিটধারীর মূল বেতনের উপর বার্ষিক ন্যূনতম ১০% ইনক্রিমেন্ট প্রযোজ্য হইবে এবং সে অনুযায়ী বার্ষিক আয়কর প্রাক্কলিত হইবে। বার্ষিক ন্যূনতম ১০% ইনক্রিমেন্ট প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জোন অফিসকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বেপজার নির্ধারিত ন্যূনতম মূল বেতনের অধিক হারে মূল বেতন প্রদান করিয়া থাকে তাহাদের ক্ষেত্রে বাৎসরিক মূল বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। ডুপ্লিকেট ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন।— (১) ওয়ার্ক পারমিট/ আইডি কার্ড হারাইয়া গেলে, জীর্ণ বা অন্য কোনভাবে বিনষ্ট হইয়া গেলে হয়ে গেলে ডুপ্লিকেট ওয়ার্ক পারমিট/আইডি কার্ড ইস্যু/জারির জন্য সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক এর নিকট আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়ার্ক পারমিট/ আইডি কার্ড হারাইয়া গেলে নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) এবং পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে:

আরোও শর্ত থাকে যে, ওয়ার্ক পারমিট/আইডি কার্ড হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সংগে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট জোনে প্রতিটি ওয়ার্ক পারমিট/ আইডি কার্ড এর জন্য ফি বাবদ নগদ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা ও প্রযোজ্য ভ্যাট জমা দানের মূল রশিদ;

(খ) থানায় দায়েরকৃত জিডির কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(গ) বিজ্ঞাপনের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঘ) ওয়ার্ক পারমিট/আইডি কার্ড এর মূল কপি (জীর্ণ বা বা অন্য কোনভাবে বিনষ্ট হইয়া গেলে) অন্যথায় ফটোকপি (যদি থাকে);

(ঙ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত নিরাপত্তা ছাড়পত্রের কপি; এবং

(চ) হালনাগাদ আয়কর পরিশোধের সনদের কপি।

১৩। ওয়ার্ক পারমিট বাতিলের আবেদন।- ।— (১) কোন ওয়ার্ক পারমিটধারী চাকরি হইতে পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে চাকরিচ্যূত হইয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করিলে নিয়োগদানকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যথাশীঘ্র উক্ত ওয়ার্ক পারমিট বাতিলের জন্য সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সংগে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে:

(ক) ওয়ার্ক পারমিট/ আইডি কার্ড এর মূলকপি;

(খ) দেশত্যাগের দিন পর্যন্ত উক্ত বিদেশি নাগরিকের আয়কর পরিশোধের সনদ;

(গ) কাস্টমস পাসবুক (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট জোন অফিসে ফেরত প্রদান;

(ঘ) দেশত্যাগের প্রমাণ স্বরূপ বিমান টিকিট/আইটেনারি;

(ঙ) বহির্গমন সীল (Departure seal) যুক্ত পাসপোর্টের পৃষ্ঠার কপি (যদি থাকে)।

(৩) সংশ্লিষ্ট জোন অফিস শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বাতিল সংক্রান্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হয়ে নির্বাহী দপ্তরে অগ্রায়ণ করিবে।

১৪। নিরাপত্তা ছাড়পত্র ।- (১) ওয়ার্ক পারমিটধারী বিদেশি নাগরিকের অনকূলে যথাসময়ে নিরাপত্তা ছাড়পত্র না পাইলে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনঃ বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সংগে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে:

(ক) মূল ওয়ার্ক পারমিট এর কপি;

(খ) পাসপোর্টের এর কপি।

(৩) সংশ্লিষ্ট জোন অফিস শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া নির্বাহী দপ্তরে অগ্রায়ণ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
কর্মপদ্ধতি

১৫। সুপারিশপত্র ইস্যু/জারির পদ্ধতি।— (১) সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক শিল্প প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি যাচাই-বাছাই করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিয়োগের যৌক্তিকতা, অভিজ্ঞতা (কাল, পদ ও বেতন), প্রস্তাবিত বেতন এবং প্রাপ্যতা বিশ্লেষণ করিয়া সুস্পষ্ট মতামতসহ সুপারিশপত্রের জন্য আবেদন নির্বাহী দপ্তরে অগ্রায়ণ করিবেন।

(২) আবেদন প্রাপ্তির পর এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া আবেদন যথাযথ পাওয়া গেলে বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে প্রযোজ্য ভিসা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশপত্র জারি করা হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভিসা ক্যাটাগরীতে আগত বিদেশি নাগরিকের বাংলাদেশ ত্যাগের পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণসহ সংশ্লিষ্ট জোন অফিসকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

১৬। ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু/জারির পদ্ধতি।— (১) সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক শিল্প শিল্প প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং নিয়োগকৃত বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মীর সাক্ষাৎকার ও Finger Print গ্রহণপূর্বক নিশ্চিত হয়ে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্বাহী দপ্তরে অগ্রায়ণ করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক কেবল PI এবং E ভিসা প্রাপ্ত বিদেশি নাগরিকদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিটের যথাযথ আবেদনসমূহ নির্বাহী দপ্তরে প্রেরণ করিবেন। সেক্ষেত্রে পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে ০১ (এক) বছর থাকিতে হইবে।

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার কোন পদে নিয়োগকৃত বিদেশি নাগরিকদের নির্বাহী চেয়ারম্যান/ সদস্য (বিনিয়োগ (উন্নয়ন) কর্তৃক সাক্ষাৎকার নেওয়া হইবে।

(৪) আবেদন প্রাপ্তির পর এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া আবেদন যথাযথ আবেদনসমূহ স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হইবে।

(৫) স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় প্রত্যেক বিদেশি নাগরিকের ভিসা, নিয়োগ এর জন্য বিজ্ঞাপন অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, টিআইএন সনদ, পাসপোর্ট ও ভিসা ক্যাটাগরি, ভিসার সংশ্লিষ্ট পাতাসহ পাসপোর্টের কপি, জাতীয়তা, নিয়োগপত্র ইত্যাদি যাচাই বাছাই করা হইবে। অতঃপর নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পদবী অনুযায়ী নির্ধারিত বেতন কাঠামোর আলোকে ন্যূনতম মূল বেতন নির্ধারণ করিয়া ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের জন্য অনুমোদন দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস কর্তৃক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওয়ার্ক পারমিট ও আইডি কার্ড ইস্যু করা হইবে। যাহা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট জোনের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হইবে।

(৭) নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার কার্যবিবরণি, জারিকৃত ওয়ার্ক পারমিটের কপি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলাদিসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর সুপারিশপত্র প্রেরণ করা হইবে।

১৭। ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের পদ্ধতি।— (১) সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক শিল্প প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি যাচাই-বাছাই করিয়া সুস্পষ্ট মতামতসহ আবেদন নির্বাহী দপ্তরে অগ্রায়ণ করিবেন।

(২) আবেদনসমূহ যথাযথ হইলে এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস কর্তৃক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হইবে।

(৩) স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবায়নকৃত ওয়ার্ক পারমিট ও আইডি কার্ড সংশ্লিষ্ট জোনের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে।

১৮। ওয়ার্ক পারমিট বাতিলের পদ্ধতি ।— (১) সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপক শিল্প প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি যাচাই-বাছাই করিয়া সুস্পষ্ট মতামতসহ আবেদন নির্বাহী দপ্তরে অগ্রায়ণ করিবেন।

(২) আবেদন যথাযথ হইলে এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস কর্তৃক ওয়ার্ক পারমিট বাতিলের জন্য নির্বাহী চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করা হইবে।

(৩) এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস কর্তৃক ওয়ার্ক পারমিট বাতিল সংক্রান্ত পত্র জারি করা হইবে।

(৪) নিয়োগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিকের যথাসময়ে বাংলাদেশ ত্যাগ নিশ্চিত করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিকের বাংলাদেশ ত্যাগের বিষয়ে কোন জটিলতা উদ্ভব হইলে তাহার দায়ভার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।

(৫) ওয়ার্ক পারমিট বাতিল সংক্রান্ত তথ্য/পরিসংখ্যান এতদসংশ্লিষ্ট ওয়ার্ক পারমিট ষ্ট্যান্ডিং কমিটির পরবর্তী সভাকে অবহিত করা হইবে।

(৬) কোন ওয়ার্ক পারমিটধারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার রাষ্ট্র বিরোধী বা আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থি কিংবা অন্য কোন অসামাজিক/অনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগ উত্থাপিত এবং তা প্রমাণিত হইলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি তাহার ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করিতে পারিবে।

(৭) শ্রমিকদের সাথে কোন বিদেশি নাগরিকের আচার-আচরণ, প্রতিষ্ঠান/জোনের স্বার্থের পরিপন্থি কোন কার্যকলাপ তথা সার্বিক পারফরমেন্স সন্তোষজনক না হইলে সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উক্ত বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মীর ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করা হইবে।

(৮) বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের কোন ধারা লঙ্ঘনজনিত কারণে কোন ওয়ার্ক পারমিটধারীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে আপত্তি জানানো হইলে, সেক্ষেত্রে তাহার ওয়ার্ক পারমিট বাতিলসহ কর্তৃপক্ষ যেকোন প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

১৯। নিরাপত্তা ছাড়পত্র ।- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কোন বিদেশি নাগরিকের বিষয়ে কোন আপত্তি পাওনা না গেলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে মর্মে গণ্য হইবে।

২০। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি।— (১) শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশপত্র ইস্যু/জারি করা হইবে:

(ক) কোন প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্ক পারমিটধারী বিদেশি নাগরিকের বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানকালে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে;

(খ) বাংলাদেশে অবস্থানরত ওয়ার্ক পারমিটধারী বিদেশি নাগরিকের ভিসার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে।

(২) আবেদনপত্রের সংগে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে:

(ক) মূল ওয়ার্ক পারমিট এর কপি;

(খ) পাসপোর্টের এর কপি।

(৩) সংশ্লিষ্ট জোন অফিস শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া নির্বাহী দপ্তরে অগ্রায়ণ করিবে।

২১। No Visa Required (NVR) এর সুপারিশপত্র।— (১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ৪৪.০০.০০০০.০৩৯.১৬.০০৭.১২-৮৫০ তারিখ ২৭.০৮.২০১২ এর শর্ত অনুযায়ী- ''বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে অথবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্প/ব্যবসায় কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগকারী বিদেশী ''No Visa Required for travel to Bangladesh সুবিধা পাবেন।" তবে শর্ত থাকে যে, বিনিয়োগের পরিমাণ সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার প্রযোজ্য হবে।

(২) ভিসা নীতিমালা অনুযায়ী কোন জোনের কোন বিনিয়োগকারি যদি No Visa Required (NVR) সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে সেক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ উক্ত বিনিয়োগকারিকে বর্ণিত সুবিধা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশপত্র প্রেরণ করা যাইবে।

(৩) এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/দলিলাদি দাখির করিতে হইবে:

(ক) একক মালিকানার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদেশি বিনিয়োগকারির বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের স্বপক্ষে ব্যাংক বিবরনীসহ প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি;

(খ) অংশীদারী মালিকানার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারিদের বিনিয়োগের আনুপাতিক হার এবং প্রত্যেকের এককভাবে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক শেয়ার হোল্ডারদের স্বাক্ষরে বোর্ড রেজ্যুলেশন, ব্যাংক বিবরনী ও প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি।

২২। বিমান বন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধার জন্য সুপারিশ প্রদান।- শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে কোন জোনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারি/শেয়ার হোল্ডার বাংলাদেশে আগমনের সময় বিমান বন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরিচালক বরাবর সুপারিশপত্র জারি করিবে।

২৩। অন্যান্য সেবা প্রদান।— (১) সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপকের সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়ার্ক পারমিটে নতুন পাসপোর্ট নম্বর, ঠিকানা পরিবর্তন, বেতন বৃদ্ধি ও পদবী পরিবর্তন (পদোন্নতির ক্ষেত্রে) ইত্যাদি পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন সময় সংশোধন করা যাইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপকের সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়ার্ক পারমিটে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম (একই মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান) পরিবর্তন, ইপিজেডের নাম পরিবর্তনসহ বাস্তবতার নিরিখে এতদ সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাকে অবহিত/অনুমোদনপূর্বক বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন/ সংযোজন/ সংশোধন করা যাইবে।

(৩) ওয়ার্ক পারমিটে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম (একই মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিটধারীকে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে সে শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেশি-বিদেশি জনবলের আনুপাতিক হারে স্থানান্তরিত বিদেশি নাগরিক/নাগরিকগণের নিয়োগ/স্থানান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপকের সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়ার্ক পারমিট এর স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/ সংযোজন/ সংশোধন করা যাইবে।

(৪) একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান একীভুত হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশি-বিদেশি জনবলের আনুপাতিক হারে নিয়োগকৃত বিদেশি নাগরিক/ নাগরিকগণের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপকের সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়ার্ক পারমিট এর স্ট্যান্ডিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোজন, সংশোধন করা যাইবে।

(৫) এছাড়াও বাস্তবতার নিরিখে সংশ্লিষ্ট জোনের মহাব্যবস্থাপকের সুপারিশের ভিত্তিতে বিদ্যমান বিধি-বিধান ও নীতিমালার আলোকে এতদ্বসংক্রান্ত বিবিধ আবেদন বিবেচনা করা যাইবে।

(৬) প্রতিটি ওয়ার্ক পারমিটে উপরোক্ত যেকোন ধরণের প্রয়োজনীয় সংশোধন/ সংযোজনের ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে ফি বাবদ নগদ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা ও প্রযোজ্য ভ্যাট জমা দানের মূল রশিদ জমা দিতে হইবে।

২৪। মনিটরিং।— (১) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদেশি নাগরিকের আগমন, নিয়োগ, যথাযথ পদ ও কর্মস্থলে উপস্থিতি এবং ওয়ার্ক পারমিট বাতিলের বিষয়সমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট জোন কর্তৃপক্ষ তদারকি ও নিশ্চিত করিবে।

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানে আগত বিদেশি নাগরিক/প্রকর্মীর ওয়ার্ক পারমিটে বর্ণিত পদবির স্থলে অন্য কোনো পদবিতে কাজ করিলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থলে অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত থাকলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান এককভাবে দায়ী হইবে।

(৩) বিদেশি নাগরিকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশি প্রকর্মীদের অবস্থানগত এবং অন্যান্য যাবতীয় সকল তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জোন অফিসে দাখিল করিবে।

(৪) এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জোন কর্তৃপক্ষ আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে ওয়ার্ক পারমিটধারী বিদেশি নাগরিকগণের যথাযথ পদ ও কর্মস্থলে উপস্থিতির বিষয়টি নিয়মিত নজরদারিতে রাখবে। কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট প্রকর্মীর ওয়ার্ক পারমিট বাতিলসহ যেকোন প্রশাসনিক ও আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ (Close) বা গুটাইয়া (Winding Up) ফেলা অথবা মালিকানা পরিবর্তনের আবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জারিকৃত ওয়ার্ক পারমিটসমূহ বাতিলের শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা হইবে।

২৫। ডাটাবেজ সংরক্ষণ।— (১) শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ওয়ার্ক পারমিটধারীদের ইস্যু, নবায়ন, বাতিল এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি নির্ধারিত ডাটাবেজে সংরক্ষিত হইবে। এতদসংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতি সভা শেষে ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু, নবায়ন ও বাতিলের তথ্যাদি উক্ত ডাটাবেজ এ সংযুক্ত হইবে।

(২) এছাড়াও প্রতিটি জোন অফিস উল্লিখিত ওয়ার্ক পারমিট সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্যাদি নিজ দায়িত্বে ডাটাবেজে সংরক্ষণ করিবে।

২৬। অসুবিধা দূরীকরণ।- যেক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রয়োগে বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দেয় অথবা নীতিমালা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন জটিলতার উদ্ভব হইলে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭। ক্ষমতা সংরক্ষণ।- কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময়ে এই নীতিমালা সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন এবং বাতিল করিতে পারিবে। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭/০৪/২০২৩

নির্বাহী চেয়ারম্যান
বেপজা